ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক ব্যর্থ, ৫ কর্মীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন কিম

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভিয়েতনামের বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় নিজের পাঁচ কর্মীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন উত্তর কোরিয়া নেতা কিম জং উন। আজ শুক্রবার দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর এই তথ্য।

দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সংবাদপত্রের বরাত দিয়ে গার্ডিয়ান আরও জানায়, কিমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে হ্যানয়ের বৈঠকের গ্রাউন্ড ওয়ার্কের দায়িত্বে থাকা উত্তর কোরিয়ার দূত কিম হায়ক চোলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

একটি সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, তদন্তের পর গত মার্চে মিরিম বিমানবন্দরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চার শীর্ষ কর্মকর্তাসহ কিম হায়ক চোলকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে চোল ছাড়া বাকি চারজনের নাম-পরিচয় প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়নি।

হ্যানয়ের বৈঠকে ভুল করার জন্য কিম জং উনের দোভাষী শিন হে ইয়ং-কে জেলে বন্দী করা হয়েছে বলেও দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সংবাদপত্র। ভিয়েতনামে বৈঠকের সময় কিমের প্রস্তাব ট্রাম্পের কাছে তিনি সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেননি বলে অভিযোগ। এর পরই ট্রাম্প ‘নো ডিল’ বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। যদিও এই খবর সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাননি দক্ষিণ কোরিয়া।

এর আগেও উত্তর কোরিয়ার মৃত্যদণ্ডের বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার দেওয়া নানা খবর পরে অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিনিময়ে পিয়ংইয়ং এর পরমাণু কর্মসূচি প্রত্যাহার নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েই ভিয়েতনাম ছাড়েন ট্রাম্প-কিম। এরপর চলতি মাসে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া। তবে এই পরীক্ষাকে ‘ছোট অস্ত্রের পরীক্ষা’ বলে মন্তব্য করেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক টুইটে লেখেন, ‘উত্তর কোরিয়া কিছু ছোট

অস্ত্র দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছেন। এতে আমার কয়েকজন বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি হইনি। আমার বিশ্বাস আছে যে কিম তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না…।’

অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাকে জাতিসংঘের খসড়ার লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন।

মধ্যপ্রাচ্যে রোজা শুরু সোমবার

আগামীকাল সোমবার থেকে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় পবিত্র রোজা শুরু হচ্ছে।

আরব নিউজ ও গালফ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, আরবি মাসগুলো চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে। আরবি দিনপঞ্জি অনুসারে শাবান মাস চলছে। এরপরেই শুরু হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজান মাস। গতকাল শনিবার সৌদি সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আরবি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পবিত্র রমজান শুরু হওয়ার কথা ৬ মে (সোমবার) থেকে।

এদিকে অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কে আগামীকাল সোমবার থেকে রোজা শুরু হচ্ছে।

আরবি দিনপঞ্জি অনুসারে শাবান মাস চলছে। এরপরেই শুরু হচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আজ চাঁদ দেখা গেলে সোমবার থেকে উত্তর আমেরিকায় পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে।

শুক্রবার ২ মিনিটের নীরবতা পালন করবে নিউজিল্যান্ড, প্রথম দাফন করা হলো পিতা-পুত্রকে

ক্রাইস্টচার্চ হত্যাযজ্ঞে নিউজিল্যান্ডে শোক জানাতে শুক্রবার দু’মিনিট নীরবতা পালনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাসিনদা আরডেন। এই শোক ও হতাহতদের জন্য প্রার্থনা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে রেডিও এনজেড এবং টিভি-এনজেড। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি এরই মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন এবং তিনি স্বীকার করেছেন তাদের বেদনাকে লাঘব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, তারা যেন মসজিদে ফিরে যেতে পারেন সেই সমর্থন চেয়েছেন অনেক মুসলিম। হত্যাযজ্ঞকে চিহ্নিত করে রাখতে কিছু করার আহ্বান জানান তারা। ওদিকে হামলায় নিহত ৫০ মুসলিমের মধ্যে প্রথমে দাফন করা হয়েছে একজন পিতা ও তার ছেলেকে। তারা হলেন খালেদ মুস্তাফা (৪৪) ও তার ছেলে হামজা (১৬)। তারা সিরিয়ান।
গত বছর তারা নিউজিল্যান্ডে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চেয়েছিলেন। এ সময় ক্রাইস্টচার্চের লিনউড ইসলামিক সেন্টারের কাছে কবরস্তানে সমবেত হন কয়েক শত শোকার্ত মানুষ। এ খবর দিয়েছে অনলাইন নিউজিল্যান্ড হেরাল্ড ও বিবিসি।
এতে বলা হয়, নিহত বাকিদের দেহ আজ বুধবার হস্তান্তর করা হতে পারে। এরপর তাদের দাফন করা হতে পারে। এ সময়ে মিডিয়ার প্রতি কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন ক্রাইস্টচার্চ শহরের কর্মকর্তারা। সাংবাদিকরা যাতে নিহতদের পরিবারকে বিরক্ত না করেন সেই অনুরোধ জানানো হয়েছে। কবরস্থানের কাছে একটি স্থানে নেয়া হবে মৃতদেহ। সেখানে পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রিয়জনের লাশ দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। জামাজে জানাজা শেষে পরিবারের সদস্যরা ও বন্ধুবান্ধবরা এরপর মৃতদেহ কবরে নিয়ে দাফন করতে পারবেন।
ওদিকে আল নূর মসজিদে নিহত ৬ জনের নাম প্রকাশ করেছে পুলিশ। তারা চাইছে আজ দিন শেষ হওয়ার আগে নিহত ৫০ জনের সব মৃতদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে। সব মৃতদেহের ময়না তদন্ত এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তবে লাশ হস্তান্তরে বিলম্বের জন্য অনেক পরিবার হতাশা প্রকাশ করেছে। এমনই একজন মোহাম্মদ সাফি (২৩)। তার পিতা মতিউল্লাহ সাফি আল নূর মসজিদে নিহত হয়েছেন। মোহাম্মদ সাফি কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করে বলেছেন, তারা শুধু বলছে পদ্ধতি অনুসরণ

করা হচ্ছে। সনাক্ত করা হচ্ছে মৃতদেহ। তবে একটি মৃতদেহ সনাক্ত করতে হত সময় লাগে?

‘ঘুষ’ ফিরিয়ে দিলেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী!

ড্রাগন নিয়ে গবেষণার জন্য পদক্ষেপ নিতে সরকারের কাছে চিঠি লিখেছিল ১১ বছরের মেয়ে ভিক্টোরিয়া। শুধু চিঠি নয়, চিঠির সঙ্গে ‘ঘুষ’ হিসেবে নিউজিল্যান্ডের মুদ্রায় ৫ ডলারও পাঠিয়েছিল সে। কিন্তু চিঠির সঙ্গে পাঠানো সেই ঘুষ ফিরিয়ে দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন!

প্রধানমন্ত্রী আরডার্নের দপ্তর আজ মঙ্গলবার এই তথ্য জানিয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিঠির জবাব হিসেবে ভিক্টোরিয়াকে ফিরতি আরেকটি চিঠি লিখেছেন জেসিন্ডা আরডার্ন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘পদার্থবিজ্ঞান ও ড্রাগন সম্পর্কে তোমার পরামর্শ শুনতে আমরা খুবই আগ্রহী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই মুহূর্তে এই দুই বিষয়ের কোনোটি নিয়েই উচ্চতর গবেষণা চালানোর পরিকল্পনা নেই আমাদের।’

চিঠির সঙ্গে পাঠানো অর্থ ফেরত দেওয়ার কথা উল্লেখ করে আরডার্ন লিখেছেন, ‘আমি তোমার ঘুষের অর্থ ফিরিয়ে দিচ্ছি। একই সঙ্গে ড্রাগন, টেলিপ্যাথি ও টেলিকাইনেসিস সম্পর্কে তোমার আগ্রহের প্রতি শুভকামনা জানাচ্ছি।’

এই বয়সেই ড্রাগন ও টেলিপ্যাথির প্রতি ভিক্টোরিয়ার এমন উৎসাহের কারণ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তার বড় ভাই জানিয়েছেন, নেটফ্লিক্সের সাই-ফাই সিরিজ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ দেখে দেখেই এই বিষয়ে আগ্রহ জন্মেছে ভিক্টোরিয়ার।

এবারই প্রথম নয়, এর আগেও অল্প বয়সী মেয়ের চিঠির জবাব দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন। গত মার্চে ৮ বছর বয়সী এক মেয়ের চিঠির জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

সিনেটের শুনানিতে যাচ্ছেন ট্রাম্পপুত্র

মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দাবিষয়ক কমিটির সামনে প্রশ্নোত্তরে হাজির হতে যাচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র। শুনানিটি চার ঘণ্টার মতো স্থায়ী হবে বলে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জ্যেষ্ঠ পুত্র ট্রাম্প জুনিয়র গতকাল মঙ্গলবার তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে জানিয়েছেন, জুনের মাঝামাঝি কমিটির সামনে সীমিতসংখ্যক বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে তিনি হাজির হবেন।

গত সপ্তাহে সিনেটের গোয়েন্দাবিষয়ক কমিটির সামনে প্রশ্নোত্তরে হাজির হওয়ার জন্য সমন পেয়েছিলেন ট্রাম্প জুনিয়র। তিনি এর আগে এই কমিটির সামনে দীর্ঘ সময় সওয়াল-জবাবে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ম্যুলার প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায়, তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে বিশেষ কৌঁসুলির সংগৃহীত তথ্যের বেশ কিছু গরমিল রয়েছে।

ট্রাম্প টাওয়ারে একজন রুশ আইনজীবীর সঙ্গে বৈঠক ও মস্কোতে ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণের ব্যাপারে ট্রাম্প জুনিয়র যে তথ্য দিয়েছেন, তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাবেক ব্যক্তিগত আইনজীবী মাইকেল কোহেনের বক্তব্যের বিস্তর ফারাক রয়েছে। এর সুরাহার জন্যই সিনেটের রিপাবলিকান চেয়ারম্যান রিচার্ড বার ট্রাম্প জুনিয়রকে হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠান।

একজন রিপাবলিকান চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পরিবারের কোনো সদস্যের নামে সমন জারি করায় দলের অনেকের মাথায় আগুন ধরে যায়।

ট্রাম্প জুনিয়রের এক বন্ধু টুইটারে অভিযোগ করেন, সিনেটর বার শুধু নামেই একজন রিপাবলিকান; আসলে তিনি এই কমিটির উপপ্রধান সিনেটর ওয়ার্নারের তল্পিবাহক মাত্র।

সিনেটের বিচার বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম পর্যন্ত পরামর্শ দেন, ট্রাম্প জুনিয়রের এই শুনানিতে যাওয়ার দরকার

নেই।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেও বলেন, পুরো ব্যাপারটা অন্যায্য।

ট্রাম্পের এক পুত্রবধূ লরা মন্তব্য করেন, এটা ট্রাম্প পরিবারকে হেনস্তা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

কথা চালাচালিতে ভাবা হয়েছিল, ট্রাম্প জুনিয়র হয়তো শুনানিতে আদৌ যাবেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মত বদলেছেন।

ঠিক কী কারণে ট্রাম্প জুনিয়রের এই মত পরিবর্তন, তা স্পষ্ট নয়। তবে কারণ যা-ই হোক, রিপাবলিকান নেতৃত্ব ব্যাপারটি মিটে যাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

ট্রাম্প জুনিয়র হাজির হতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে বাধ্য করতে পুরো সিনেটের সামনে সমন জারি প্রশ্নে ভোটাভুটি হতো। রিপাবলিকান–নিয়ন্ত্রিত সিনেটের জন্য সেটি বড় বিব্রতকর ব্যাপার হতো।

সিনেটে রিপাবলিকান নেতা মিচ ম্যাককনেল বলেছেন, কমিটির প্রধান হিসেবে সিনেটর বার যা করেছেন, তা ঠিকই করেছেন।

সাবধান যুদ্ধে জড়াবেন না, মার্কিনদের ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা

ব্রাসেলসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওকে পারস্য উপসাগরে যুদ্ধের বিষয়ে সাবধান করেছেন ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও স্বল্প সময়ের নোটিশে সম্প্রতি পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে তাঁর দেশের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিষয়ে অবিহিত করতে সোমবার ব্রাসেলস সফর করেছেন।

সোমবার সন্ধ্যায় ব্রাসেলসে ইইউ সদর দপ্তরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে ইরানের সঙ্গে তাঁর দেশের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে এসেছিলেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের তিন দেশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও ফ্রান্স, যারা প্রথম থেকেই পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের ও যুদ্ধের বিষয়ে সাবধান করেছে।

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকো মাস তাঁর মার্কিন প্রতিপক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওকে যুদ্ধের বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ‘পারমাণবিক চুক্তি আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন।’ ব্রাসেলসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেওর সঙ্গে বৈঠক শেষে জানান, ‘আমরা ইরানে কোনো রকম সামরিক অভিযান চাই না।’

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকো মাস আরও স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমরা মার্কিনদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করব না। আমরা ইউরোপীয় দেশগুলো পুরোপুরি একমত যে আমাদের নিরাপত্তার কারণেই পারমাণবিক চুক্তির প্রয়োজন। জার্মানির সরকার খুবই উদ্বিগ্ন যে পরিস্থিতি ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।’

একইভাবে বৈঠকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান্ট বলেন, ‘কোনো দুর্ঘটনা ক্রমেও যেন পারস্য উপসাগরে কোনো রকম সংঘাত সৃষ্টি না হয়। সময় নিয়ে আমাদের বুঝতে হবে উভয় পক্ষ বিষয়টি নিয়ে কী ভাবছেন।’

২০১৮ সালের ৪ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক কর্মসূচি বা জয়েন্ট কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান অব অ্যাকশন বা (জসিপিওএ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র আবার ইরানের প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করেছে এবং অন্যদেরও এই অবরোধে শামিল হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে।

ইরান ২০১৫ সালে ছয় পারমাণবিক ক্ষমতাধর দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। শুধু যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সবাই এই পারমাণবিক চুক্তিটি রাখার পক্ষে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগর অভিমুখে দুটি মার্কিন রণতরী আব্রাহাম লিংকন ও ইউএসএস আরলিংটন যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছে। গত রোববার ওমান উপসাগরে চারটি বাণিজ্যিক জাহাজে নাশকতামূলক হামলার পর ওই এলাকার পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়েছে। তবে কারা জাহাজগুলোতে নাশকতামূলক হামলা চালিয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। তবে সৌদি

আরবের জ্বালানিমন্ত্রী সালিদ আল ফালহ বলেছেন, তাঁদের দুটি তৈলবাহী ট্যাংকার এই নাশকতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পরিবেশবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন গ্রিনপিস, ইউরোপীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছে আবেদন করে বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপকূলে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে তার মিত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তবে কোনোমতেই যেন ২০০৩ সালে ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

চীন সরকার যে ঘটনা মুছে দিতে চায়

১৯১৯ সালের ৪ মে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণটি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ওই আন্দোলনে ফুঁসে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। এর ৭০ বছর পর ১৯৮৯ সালে একই স্থানে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার হন শিক্ষার্থী-জনতা। এখনো ওই স্থানে সমবেত হন তরুণেরা। তাঁরাও হাত মুঠি করে শূন্যে ছুড়ে কণ্ঠে আওয়াজ তোলেন। সোচ্চার হন। তবে স্থান এক হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ইস্যু ভিন্ন। একেবারেই ভিন্ন। বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্দোলনের ঠিক উল্টো চিত্র। বলা যায়, বর্তমানের এই তরুণ সমাবেশ দ্বিতীয় আন্দোলনটিকে মুছে ফেলার অন্যতম এক প্রক্রিয়া।

এই তো সেদিন চীনের বেইজিংয়ের তিয়েনআনমেন স্কয়ার থেকে অল্প দূরত্বে ট্র্যাকস্যুট পরে একটি প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্মীরা বাতাসে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করছিলেন। গ্রুপ ছবি তোলার জন্য তাঁরা সরে গেলে সে জায়গায় এসে দাঁড়ালেন টেকনিক্যাল কলেজের ৪০ শিক্ষার্থী। বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করলেন তাঁরাও। ওই সময় তরুণদের আরও দল একই শপথ নেওয়ার অপেক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে।

শপথ নেওয়ার জন্য স্থান বেছে নেওয়া হয়েছে রেড বিল্ডিং বা লাল ভবন নামের লালচে-বাদামি রঙের প্রাসাদের উঠানটিকে। শতাব্দী আগে এটা ছিল চীনের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়, পরে সেটি

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ১০০ বছর আগে ১৯১৯ সালের ৪ মে শিক্ষার্থীরা রেড বিল্ডিং থেকে বিক্ষোভ শুরু করেছিল এবং শহরের অন্যান্য স্থান থেকে তিয়েনআনমেনে সমবেত হয়েছিল। ৩০ বছর আগে ১৯৮৯ সালে জায়গাটি আরও একবার প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের দাবিতে সে বছরের ১৫ এপ্রিল থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ১ মাস ২০ দিন শিক্ষার্থী, জনতাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে এর জন্য অনেক বড় মূল্য দিতে হয়েছে তাদের।

চীনে ৪ মে এখন যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়। যদিও এর তাৎপর্য এখন তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে। এ আন্দোলনকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করে কমিউনিস্ট পার্টি। এ আন্দোলনকে দলের জন্মের দুই বছর আগের পটভূমি হিসেবে তুলে ধরে। আর উদারপন্থীরা একে গণতন্ত্রের জন্য দেশপ্রেমিকদের কান্না হিসেবে দেখেন। তাঁদের বিশ্বাস, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ না করলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার আশা নেই চীনের।

ক্যারিয়ার খারাপ, তাই মরতে চেয়েছিলেন তিনি!

বয়স তাঁর মোটে ৩৫ বছর। সামনে এখনো বাকি এক লম্বা জীবন। কিন্তু নানা সমস্যায় জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি, বেছে নিতে চেয়েছিলেন স্বেচ্ছামৃত্যুর (ইউথানেসিয়া) পথ। এ জন্য দেশের সরকারের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি পেতে চিঠি লিখে তিনি আবেদন জানান।

এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের মহারাষ্ট্রে। ক্যারিয়ার খারাপ হওয়ায় ও বিয়েসংক্রান্ত জটিলতার কারণে ওই প্রদেশের এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের দপ্তরে চিঠি লিখে স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য আবেদন করেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানাচ্ছে, ওই ব্যক্তির ক্যারিয়ার অস্থিতিশীল। এ ছাড়া বিয়ের কোনো সম্ভাবনাও তিনি দেখছিলেন না। এতে হতাশ হয়ে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের দত্তওয়ারি থানার জ্যেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক দেবিদাস ঘেওয়ারে ওই চিঠির বরাতে বার্তা সংস্থা এএনআইকে বলেন, চিঠিটি বিশ থেকে পঁচিশ দিন আগে পাঠানো হয়েছিল। চিঠি থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন, মা–বাবার জন্য কিছু করতে চেয়েও ওই ব্যক্তি তা পারছিলেন না। অন্যদিকে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বিয়ে করতে পারবেন এমন কোনো সম্ভাবনাও দেখছিলেন না তিনি। সবকিছু মিলিয়ে চরম হতাশ হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চান তিনি। তবে এখন ওই ব্যক্তি ঠিক আছেন বলে জানান দেবিদাস ঘেওয়ারে।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, চিঠিতে ওই ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই ব্যক্তি লিখেছেন, তাঁর মায়ের বর্তমান বয়স প্রায় ৭০ এবং বাবার বয়স ৮৩ বছর। কিন্তু মা–বাবার জন্য তেমন কিছুই করতে পারছিলেন না তিনি। দেবিদাস বলেন, ওই ব্যক্তিকে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তা দেবিদাস ঘেওয়ারে বলেন, ‘ওই ব্যক্তি সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি সুশিক্ষিত। বিয়ে করতে পারছেন না বলেই যে তিনি শুধু হতাশ, বিষয়টা এমন নয়। তিনি মা-বাবাকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন।’

স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের আইন চালু আছে। সাধারণত অসুস্থতার কারণে জীবনসংকটে থাকা রোগীদের পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।